বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের বিভিন্ন শ্রেণির বয়স-সীমা

শ্রেণি	বয়স সীমা
প্লে - গ্রুপ	৩ এবং তদূর্ধ্ব
নার্সারী	৪ এবং তদূর্ধ্ব
কিন্ডারগার্টেন	৫ এবং তদূর্ধ্ব
১ম শ্রেণি	৬ এবং তদূর্ধ্ব
২য় শ্রেণি	৭ এবং তদূর্ধ্ব
৩য় শ্রেণি	৮ এবং তদূর্ধ্ব

স্কুলের-সময় সূচি

বাংলা ভার্সন

প্লে - গ্রুপ, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন — ১ম শিফ্‌ট ০৮:০০-১০:০০ / ২য় শিফ্‌ট ১০:৫০-১২:৫০

১ম শ্রেণি	৮:০০-১১:৩০
২য় শ্রেণি	৮:০০-১১:৪৫
৩য়-৫ম শ্রেণি	৮:০০-১২:৩০
৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি	৮:০০-০১:০৫

ইংরেজি ভার্সন

সকাল শিফ্‌ট

প্লে-গ্রুপ, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন — ১ম শিফ্‌ট ৮:০০-১০:০০ / ২য় শিফ্‌ট ১০:৫০-১২:৫০

বিকাল শিফ্‌ট

প্লে-গ্রুপ, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন — বিকাল ১:৩০-০৩:৩০

১ম - ৫ম শ্রেণি : বিকাল ০১:৩০ - ৫:০০
৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণি: বিকাল ১২:৫৫- ৫:০০

পরিবহন ব্যবস্থা

বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। (কেবলমাত্র নির্দিষ্ট রাস্তার জন্য) তবে অগ্রিম ২ মাসের টাকা জমা দিতে হবে। প্রতি ০-২.কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ৩০০০/= টাকা এবং ২-৪ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ৪০০০/= টাকা। স্কুল বাস বাসার কাছে যেতে না পারলে বাসার কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে ছাত্র ছাত্রীকে তুলে আনবে। জরুরী বা অনাকাঙ্খিত সমস্যা থাকলে যাতায়াত ব্যবস্থা করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে সেই দিনের জন্য নিজেদের দায়িত্ব নিতে হবে।

কিছু নিয়ম-কানুন

১. সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং শনিবার।
২. নির্ধারিত ইউনিফর্ম ব্যতীত কোন ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. বছরে একবার স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-সফর, স্কুল পিকনিক এবং ক্লাস-পার্টির আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোর খরচ অভিভাবকদের বহন করতে হয়।
৪. শিশুপার্ক শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, কোন অভিভাবক শিশুপার্কে অবস্থান করতে পারবেন না।

৫. ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন অভিভাবক কোন শিক্ষকের সাথে কোন প্রকার আলোচনা/ সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। তবে কোন বিশেষ কারনে ভাইস প্রিন্সিপালের অনুমতিক্রমে দেখা করতে পারবেন।

৬. ড্যাপ্‌স কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রকার আলোচনা সভায় সকল অভিভাবক অংশগ্রহণ করবে।
৭. কোন অভিভাবকই গার্ডিয়ান কার্ড ছাড়া স্কুল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যেতে পারবে না।
৮. কোন অভিভাবকই নির্ধারিত সীমানা (গার্ডিয়ান শেড) অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না।
৯. কোন অভিভাবক গার্ডিয়ান কার্ড মেশিনে পাঞ্চ (Punch) ব্যতিত ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।
১০. ভর্তির অর্থ অফেরত যোগ্য।

ভর্তি ও মাসিক বেতনের তথ্য

প্রতি মাসের স্কুলের বেতন উক্ত মাসের ১-১৫ তারিখের মধ্যে যে কোন সময়ে অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে না পারলে প্রতি মাসে বিলম্বের জন্য ১০০ (একশত) টাকা হারে জরিমানাসহ বেতন পরিশোধ করতে হবে। সকল প্রকার বেতনাদি পরিশোধের ভিত্তিতে প্রত্যেক জন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পূর্বে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য জুন মাস এবং শীতকালীন ছুটির জন্য ডিসেম্বর মাসের বেতন অগ্রীম পরিশোধ করতে হয়। বিস্তারিত জানতে স্কুলের অফিসে যোগাযোগ করুন।

ভর্তি ফি ও অন্যান্য তথ্যের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

বি.দ্র.: প্রতি ক্লাসের পরীক্ষা ফি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করে। স্কুল পিকনিক, শিক্ষা সফর এবং ক্লাস পার্টি ফি নিজস্ব।

Dhaka Adventist Pre-Seminary & School (DAPS)

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত)

School Code : 1396

EIIN : 134794

PROSPECTUS

(Bangla Medium & English Version)

"বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দেও,
সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না"।

হিতোপদেশ ২২:৬ পদ

অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা...

149, Shah Ali Bagh, Mirpur-1, Dhaka-1216
Mobile: 01958-461134, 01958-461133
01958-461140, Phone: (Off.) +88-02-48038851
E-mail: daps1973@gmail.com, Web: www.daps.edu.bd

স্বাগতম

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

ঢাকা অ্যাড্‌ভেন্টিস্ট প্রি-সেমিনারী এন্ড স্কুল পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের অভিভাবক হিসেবে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। শিক্ষা ও পাঠদান একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অনেকে জড়িত থাকলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকাই সবচাইতে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ, অন্যরা সহায়ক। তথাপি স্কুল প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সবাইকে এ প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং যার যার অবস্থান থেকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হয়। তবেই শিক্ষা কার্যক্রম সফল ও সার্থক হয়। তাই আসুন, আমরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আত্ম-নিবেদিত সেবাদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হই, যেন আমাদের প্রতিটি কোমলমতি শিশুকে আদর্শ শিক্ষায় গড়ে তুলতে পারি। ড্যাপ্‌স স্কুলের মূলনীতি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিয়ে প্রত্যেক শিশুকে গড়ে তোলা। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে গভীর প্রত্যয়, যার মূলে থাকে বিশেষ এক দর্শন। এ দর্শনের আলোকে ড্যাপ্‌স একটি শিশুকে শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য নয়, বরং কীভাবে জীবন যাপন করতে হয় তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। তাছাড়া সম্ভাব্য উত্তম বিদ্যা শিক্ষাদানই নয় উপরন্ত প্রত্যেক শিশুকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা এর প্রধান লক্ষ্য। এ সকল দর্শন, আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সফলতায় ড্যাপ্‌স বৃহত্তর মিরপুর এলাকায় একটি অতুলনীয় সেবামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে প্রি-প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আমরা জানি বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব, তাই আমাদের সন্তানদেরকে প্রতিযোগিতা ও চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই আমাদের স্কুলের শিক্ষকগণ এই প্রত্যাশা পুরণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা পিতৃ ও মাতৃসুলভ স্নেহ, ভালবাসা, আদর ও মমতা দিয়ে শিশুকে গড়ে তোলেন যা এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির মূল ভিত্তি। ড্যাপ্‌স সেভেন্থ-ডে অ্যাড্‌ভেন্টিস্ট চার্চ অব বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত একটি আধুনিক মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেভেন্থ-ডে অ্যাড্‌ভেন্টিস্ট মিশনারীগণ সারা বিশ্বের ২০৫টিরও বেশি দেশে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে যুগ যুগ ধরে চালিয়ে আসছে। আপনিও আপনার সন্তানকে আমাদের এ স্কুলে ভর্তি করুন এবং আমাদের প্রদত্ত শিক্ষা সেবা গ্রহণ করুন। আপনাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আমাদের ড্যাপ্‌সকে সফল ও সার্থক করবে। পরম করুণাময় মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলের মঙ্গল করুন। সকলের প্রতি রইল ড্যাপ্‌সের অকৃত্রিম ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ- প্রিন্সিপাল, ড্যাপ্‌স

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

ঢাকা অ্যাড্‌ভেন্টিস্ট প্রি-সেমিনারী 'সুষম শিক্ষায়' বিশ্বাস করে, যে শিক্ষা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই 'সুষম শিক্ষা' বলতে বোঝায় সেই শিক্ষাকে যা গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়। এই শিক্ষা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বহির্ভূত অনেক কিছু শিক্ষার্থীকে দিয়ে থাকে। "শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতিটি দিকে সুষমভাবে বিকশিত হওয়াই প্রকৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীকে বর্তমান বিশ্বে সেবা কার্যের আনন্দ ও ভাবি বিশ্বের ব্যাপক সেবাকার্যের উচ্চতর আনন্দের জন্য প্রস্তুত করে।"

- E.G. White, Ed. p. 13. "শিক্ষার উদ্দেশ্য",

শিক্ষার্থীর মধ্যে চিন্তা করার মনোভাব তৈরি করা ও সেই চিন্তার উপর কাজ করে যাওয়ার জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। ঐ চিন্তাগুলির ক্রমবিকাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল মাত্র অন্যের চিন্তার প্রতিফলক রূপে গড়ে তোলা নয় বরং তাদের নিজের চিন্তাগুলিকে সৃজনশীলতায় রূপ দিয়ে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" - E.G. White, Ed. p. 17.

ওপরের উদ্দেশ্যগুলি সম্মুখে রেখে স্কুল প্রশাসন, ছাত্র-ছাত্রীদের সৎ, দেশের সাহায্যকারী এবং বিশ্বস্ত নাগরিক রূপে প্রস্তুত করে থাকে।

ঢাকা অ্যাড্‌ভেন্টিস্ট প্রি-সেমিনারী এন্ড স্কুল (ড্যাপ্‌স)-এর বিশেষ দিকসমূহ

১. ড্যাপ্‌স, সুরক্ষিত স্কুল ক্যাম্পাস, স্কুল ভবন, খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, বাগান ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। এখানে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে পাঠদান করা হয়।

২. ড্যাপ্‌স আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা-সূচি এবং গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করে। এখানে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা সম্বল না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিন্তা এবং কাজ করার শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দেয়া হয়।

৩. বিশ্বের বিভিন্ন নাম করা শিক্ষা-গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ড্যাপ্‌স-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ গঠিত।

৪. ড্যাপ্‌স-এর শিক্ষা-ব্যবস্থা, এই প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বহন করে। এই প্রতিষ্ঠান মনে করে যে শিশুরা, যে কোন ধর্ম, বর্ণ বা জাতির হোক না কেন, তারা মানব-জাতির জন্য সৃষ্টিকর্তার একটি আশীর্বাদ। আর এ জন্যই ড্যাপ্‌স-এর শিক্ষক-মন্ডলী নিষ্ঠা আন্তরিকতা এবং একাগ্রতার সাথে এই শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করেন, শিক্ষা দিয়ে থাকেন যাতে তারা ভবিষ্যতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিকভাবে যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে।

৫. শ্রেণি কক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের দিক থেকেও ড্যাপ্‌স স্বতন্ত্র। এখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। মানের দিক থেকে এগুলো উন্নত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী। এছাড়া শ্রেণি-কক্ষ স্মার্ট টিভি, চার্ট, ছবি, পোষ্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি দিয়ে সুসজ্জিত।

৬. ড্যাপ্‌স নিয়মিত ভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা, খাদ্য ও পুষ্টি, পারিবারিক জীবন, পারিবারিক অর্থায়ন, শিশুদের শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা, এইড্‌স বিষয়ক সচেতনতা, মাদক ও ধূমপানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, ফরমালিন সম্পর্কে সচেতনতা, ইত্যাদি নিয়ে সভা, সেমিনার এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

৭. স্কুল চলাকালীন সময়ে সাধারণ অসুস্থতা যেমন মাথাব্যথা, জ্বর ইত্যাদি দুর্ঘটনার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ড্যাপ্‌স তাৎক্ষণিক ভাবে দিয়ে থাকে।

৮. বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল শিক্ষা উপকরণ, যেমন ইন্টারনেট সহ একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট টিভি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিজ্ঞানাগারের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৯. ড্যাপ্‌স এর রয়েছে একটি আধুনিক লাইব্রেরী। এখানে রয়েছে শিশুতোষ বই, ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের দেশী বই, পত্র - পত্রিকা। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিদেশী বই ও পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার।

১০. ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি বিনোদনের জন্য ড্যাপ্‌সে রয়েছে বড় একটি শিশু পার্ক।

১১. সি-সি ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস।

১২. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ।

১৩. প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ।

ভর্তি পদ্ধতি

১. প্রতি বছরের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নতুনদের জন্য ৬০০ টাকা (অফেরৎযোগ্য) একটি ভর্তি ফরম এবং নিয়ম-কানুনের বুকলেট প্রদান করা হয়। ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে স্কুল অফিসে জমা দিতে হয়।

শিক্ষার্থীর জন্মসনদ, ২ কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি এবং নতুন অভিভাবকের দুই কপি পাসপোর্ট আকারে ছবি (একটি বাবা এবং একটি মা-এর জন্য) এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ফরমের সাথে জমা দিতে হয়।

২. প্লে ক্লাসে শুধু মাত্র মৌখিক, এছাড়া নার্সারী থেকে পরবর্তী সকল ক্লাসে বাংলা, ইংরেজি, গণিত এর উপর নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী একটি লিখিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময়ে পেন্সিল / কলম এবং রাবার সাথে করে আনতে হয়।

৩. প্রথম- নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির জন্য বিগত স্কুলের প্রত্যয়ন পত্র বাধ্যতামূলক।

৪. এভাবে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার পর একটি নির্ধারিত তারিখে বোর্ডে ফলাফল দিয়ে দেয়া হয় সেখান থেকে অভিভাবকগণ নিজ নিজ ছেলে-মেয়ে উত্তীর্ণ হল কি-না তা দেখে নিয়ে থাকেন। এর পর 'আগে আসলে আগে' ভর্তি ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে না পারলে প্রতি দিনের জন্য ২০০.০০ (দুই শত) টাকা জরিমানা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। নতুবা ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইউনিফর্ম

ছেলেদের জন্য

লাইট বিস্কুট কালার শার্ট, বটল গ্রীন প্যান্ট, স্কুল মনোগ্রাম সহ বটল গ্রীন টাই, (বাংলা মাধ্যম)/ লাল-কালো টাই (ইংরেজি ভার্সন), সাদা মোজা এবং কালো বাটা

মেয়েদের জন্য

প্লে থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত: লাইট বিস্কুট কালার শার্ট, বটল গ্রীন লং স্কার্ট, স্কুল মনোগ্রাম সহ বটল গ্রীন/লাল-কালো টাই, সাদা মোজা এবং কালো বাটা জুতা।

৫ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত: লাইট বিস্কুট কালার ফ্রক (শার্ট কলার) ক্রস ওড়না, কোমড় বেল্ট (ওড়না এবং বেল্ট বটল গ্রীন) বটল গ্রীন সালোয়ার, বটল গ্রীন লাল-কালো টাই, সাদা মোজা এবং কালো বাটা জুতা।

শীত কালের জন্য: ছেলে এবং মেয়ে সবাইকে বটল গ্রীণ (v গলা) সোয়েটার এবং প্লে - ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত স্কার্টের সাথে কালো রঙের টাইস/সালোয়ার পরতে পারবে।